ড্রেজিং ও ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০২১

১.০ ভূমিকা:

বাংলাদেশ গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা নদীর সম্মিলিত অববাহিকায় সক্রিয় বদ্বীপ রাষ্ট্র। এখানে জালের মত ছড়িয়ে আছে প্রায় চার শতাধিক নদ-নদী। পলল গঠিত ভূমি বিন্যাস থাকায় নদীসমূহ প্রচুর পরিমাণ পলি পরিবহন করে, বছরে যার পরিমাণ প্রায় ১০০ কোটি টনেরও অধিক। পলি জমে নদ-নদীর পানি পরিবহন ও ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে এবং তীর ভেঙ্গে প্রশস্ততা বাড়ছে। স্বাভাবিক পানি নিষ্কাশন ব্যাহত হয়ে বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উপকূলীয় এলাকার মাটি ও পানিতে লবণাক্ততার মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অপরদিকে শুষ্ক মৌসুমে নদ-নদীতে ক্ষীণধারা প্রবাহিত হচ্ছে। বিবেচ্য নীতিমালাটি বাস্তবায়িত হলে সুপরিকল্পিত ড্রেজিং এবং ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এ সকল সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি ভূমি পুনরুদ্ধার, মৎস্য, কৃষি ও সেচ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, জলাভূমির জীববৈচিত্র্য, বিভিন্ন প্রজাতির প্রজনন ও আবাসস্থল রক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলাসহ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। "জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯", "জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০০১" ও "বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০" বাস্তবায়নের জন্য ড্রেজিং সংক্রান্ত নির্দেশনা রয়েছে। ড্রেজিং কার্যক্রমসমূহ পরিকল্পিত এবং দক্ষতার সাথে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নে যথাযথভাবে ড্রেজিং সম্পাদন এবং ড্রেজড ম্যাটেরিয়ালের মূল্যমান বিবেচনা করতঃ ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে উত্তোলিত ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা অত্যাবশ্যক এবং উক্ত বিবেচনায় নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করা হল:

১.১ **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম:** এ নীতিমালা "ড্রেজিং ও ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০২১" নামে অভিহিত হবে।

১.২ সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা জারি করার তারিখ হতে এ নীতিমালা বলবৎ ও কার্যকর হবে।

২.০ সংজ্ঞা

প্রসঙ্গ পরিপন্থী কোন কিছু না থাকলে, এই নীতিমালায়-

(ক) 'নীতিমালা' অর্থ ড্রেজিং ও ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০২১;

(খ) 'সরকার' অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার;

(গ) 'নদ-নদী' অর্থ বাংলাদেশের সীমানার মধ্য দিয়ে প্রবহমান সকল নদ-নদী;

(ঘ) 'ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল' অর্থ নদ-নদীর তলদেশ বা পানিতে নিমজ্জিত যে কোন স্থান (খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়, জলাশয়, দিঘি, পুকুর ইত্যাদি) হতে অপসারিত মাটি/পাথর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)/বালু ইত্যাদি;

(ঙ) 'ড্রেজার' অর্থ এক ধরনের নির্ধারিত বিশেষ যন্ত্র বা যান্ত্রিক জলযান যা নদ-নদীর তলদেশ বা পানিতে নিমজ্জিত যে কোন স্থান হতে সুষমস্তর ও নির্দিষ্ট প্রশস্ততায় ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল অপসারণে সক্ষম;

(চ) 'ড্রেজিং' অর্থ কাটার সাকশন/ হপার ড্রেজার/ এক্সকাভেটর ও কায়িক শ্রমের দ্বারা পরিকল্পিতভাবে নদ-নদীর তলদেশ বা পানিতে নিমজ্জিত যে কোন স্থান (খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়, জলাশয়, পুকুর ইত্যাদি) হতে সুষম স্তর ও নির্দিষ্ট প্রশস্ততায় ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল অপসারণের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার জন্য সুনির্দিষ্ট স্থানে প্রক্রিয়াকরণ;

(ছ) 'ক্যাপিটাল ড্রেজিং' অর্থ ভরাট হয়ে যাওয়া মৃত ও মৃতপ্রায় নদ-নদীতে পরিকল্পিত এবং সামগ্রিকভাবে বড় আকারের ড্রেজিং কাজ;

(জ) 'মেইনটেনেন্স ড্রেজিং' অর্থ ক্যাপিটাল ড্রেজিং পরবর্তী সময়ে পানি ধারণ বা প্রবাহ বিশেষত নৌ-পথগুলোর বাৎসরিক ভিত্তিতে অথবা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অপরিহার্যতা বিবেচনায় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন নদ-নদীতে জমে যাওয়া মাটি/পাথর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)/বালু/পলি ইত্যাদি অপসারণ;

(ঝ) 'ড্রেজিং ও ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবস্থাপনা' অর্থ নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়, জলাশয়, পুকুর ইত্যাদি হতে ড্রেজিংকৃত ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল অপসারণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সরকারি/ বেসরকারি/ স্কুল/ কলেজ/ মাদ্রাসা/ কবরস্থান/ শ্মশান ঘাট ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের ভূমি উন্নয়ন, নগরায়ন, পর্যটন ও অর্থনৈতিক এলাকা সৃষ্টি, কৃষি উন্নয়ন, বাঁধ/রাস্তা নির্মাণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক মূল্য বিবেচনা করে তা বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঞ) 'সম্পদ' অর্থ ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল হতে প্রাপ্ত সকল সম্পদ;

(ট) 'ড্রেজিং ও ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল মালিকানা' অর্থ যে সরকারি সংস্থা/কর্তৃপক্ষ সরকারের অর্থায়নে এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সরকারের অনুমতিক্রমে তার নিজস্ব অর্থায়নে ড্রেজিং কার্য বাস্তবায়িত করবে (উত্তোলিত ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল যে স্থানেই রাখা হোক না কেন এর মালিকানা উক্ত সরকারি সংস্থা / কর্তৃপক্ষ-এর বলে বিবেচিত হবে);

(ঠ) 'স্থানীয় কর্তৃপক্ষ' অর্থ প্রচলিত আইনের অধীন গঠিত সিটি কর্পোরেশন, জেলা পরিষদ, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ অথবা ইউনিয়ন পরিষদ ইত্যাদি;

(ড) 'জেলা সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটি' অর্থ বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর আলোকে গঠিত কমিটি যা এ নীতিমালার উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে স্থানীয় কমিটি হিসেবে পুনর্গঠিত এবং স্থানীয় কমিটি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে;

(ঢ) 'তফসিল' অর্থ যে কোন নদ-নদীর তলদেশ হতে ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল উত্তোলনের জন্য চিহ্নিত স্থান, জেলা, উপজেলা ও এলাকার তথ্যাদি ও নদীর তলদেশের খননযোগ্য ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল এর পরিমাণ ও নিক্ষেপণের স্থান চিহ্নিত তথ্য সম্বলিত তথ্য, উপাত্ত, ইনডেক্স ম্যাপ, নকশা ইত্যাদি;

(ণ) 'মন্ত্রণালয়' অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়;

(ত) 'বাপাউবো' অর্থ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড;

(থ) 'বিআইডব্লিউটিএ' অর্থ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বাঅনৌপক);

(দ) 'বর্জ্য ব্যবস্থাপনা' অর্থ বর্জ্যমিশ্রিত ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল সংগ্রহ, পরিবহন, অপসারণ, ব্যবহার, প্রক্রিয়াকরণ; পরিশোধন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;

(ধ) 'ভূমি পুনরুদ্ধার' অর্থ সমুদ্র, নদীর মোহনা, নদীবক্ষ, জলাভূমি বা অন্যান্য জলাশয় হতে ভূমি উদ্ধার এবং তা ব্যবহার উপযোগী করার প্রক্রিয়া;

(ন) 'মোহনা' অর্থ এমন কোন জলস্রোত যা স্থায়ীভাবে অথবা পর্যায়ক্রমে সমুদ্রমুখী যেখানে সমুদ্রের জলরাশি, যার বিস্তৃতি পরিমাপযোগ্য, ভূমি হতে প্রবাহিত পানির সাথে মিশ্রিত হয়।

৩.০ ড্রেজিং ও ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবস্থাপনা নীতিমালার ঘোষণা:

৩.১ দেশের বেশির ভাগ নদ-নদী, খাল-বিল, বাঁওড়-হাওর, জলাশয়, পুকুর ভরাট হয়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ড্রেজিং আশু ও অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ায় দেশের সকল নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়, জলাশয়সমূহকে সমন্বিত উপায়ে সচল রাখার জন্য ড্রেজিংসহ সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

৩.২ নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়, জলাশয়, দীঘি, পুকুর ড্রেজিং ও ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিত, পানি সম্পদের সুষম প্রাপ্তি ও ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় পানি নীতি, বাংলাদেশ পানি আইন ও বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ও এর সকল উদ্দেশ্য অর্জনে পরিপূরক হিসেবে বিবেচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

৩.৩ এ নীতিমালার নির্দেশনা অনুসরণ করে ড্রেজিং করতে হবে।

মোঃ তৌফিকুল ইসলাম

৪.০ ড্রেজিং ও ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবস্থাপনা নীতিমালার উদ্দেশ্য:

৪.১ ড্রেজিং কাজে নিয়োজিত সকল সংস্থা ও সংস্থার সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানসমূহকে সামগ্রিক দিক-নির্দেশনা প্রদান করা, যাতে সমন্বিতভাবে নদী ড্রেজিং ও ড্রেজিং হতে উত্তোলিত ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবস্থাপনা সুচারুরূপে সম্পাদন করা যায়;

৪.২ মৃত ও মৃতপ্রায় নদ-নদীসহ দেশের সকল নদ-নদীতে এবং জলাশয়ের স্বাভাবিক প্রবাহ ফিরিয়ে আনাসহ টেকসই উন্নয়ন ও উন্নত পরিবেশের স্বার্থে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য বৃহদাকার খননের অভিন্ন ও সুস্পষ্ট রূপরেখা সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে প্রদান করা;

৪.৩ নদ-নদীসমূহের গঠন-শৈলী ও গতিপথ (River Morphology) অপরিবর্তিত রেখে পানির স্বাভাবিক প্রবাহ, গভীরতা, পরিমাণ, নৌ-চলাচল বজায় রাখার জন্য পলি ভরাট হওয়া অংশে নিয়মিত বিরতিতে মেইনটেনেন্স ড্রেজিং কর্মসূচি পরিচালনার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে দিক-নির্দেশনা প্রদান করা;

৪.৪ ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে উত্তোলিত বিপুল পরিমাণ ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল নির্বিঘ্নে ও নিরাপদে স্তূপীকরণ, স্থানান্তর, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির রূপরেখা প্রদান করা। ভূমি পুনরুদ্ধার, পর্যটন ও শিল্প এলাকা সৃষ্টিকরণ, কৃষিজ জমি বৃদ্ধিকরণ, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, পরিকল্পিত আবাসন ও নগরায়ন, নির্মাণ উপকরণ ইত্যাদির নিমিত্ত ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবহারের সামগ্রিক দিক-নির্দেশনা প্রদান করা;

৪.৫ ড্রেজিংয়ের ফলে জলজ প্রতিবেশ ব্যবস্থা (Aquatic Ecosystem) ও বিভিন্ন প্রজাতির মাছসহ অন্যান্য জলজ প্রাণির প্রজনন, প্রজননক্ষেত্র ও আবাসস্থল ইত্যাদি যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করা;

৪.৬ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ড্রেজিং এর ফলে প্রাপ্ত বিষাক্ত/দূষিত বর্জ্যমিশ্রিত ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল অপসারণ, ব্যবহার, প্রক্রিয়াকরণ ও ব্যবস্থাপনার উপায় নির্ধারণে দিক-নির্দেশনা প্রদান করা;

৪.৭ উত্তোলিত ড্রেজড ম্যাটেরিয়ালের স্থানীয় বাজার বা চাহিদা নিরূপণে দিক-নির্দেশনা প্রদান করে এর ব্যবস্থাপনায় সহায়ক ভূমিকা পালন করা;

৪.৮ সার্বিকভাবে সুষম ও টেকসই উন্নয়নের জন্য ড্রেজিং-এর মাধ্যমে প্রাকৃতিক জলাধার সমূহে পানি প্রাপ্তির/প্রবাহের বাধা দূর করে উন্নতি ও সমৃদ্ধি অর্জনের পথে সহায়ক ভূমিকা পালনে দিক-নির্দেশনা প্রদান করা।

৪.৯ ড্রেজিং কার্যক্রমে সরকারি সংস্থার স্বনির্ভরতা, ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা ।

৫.০ নদ-নদী খনন (ড্রেজিং):

দেশের নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়, পুকুর-জলাশয়ে স্বাভাবিক প্রবাহ বজায় রাখার জন্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর ড্রেজিং করতে হবে। ড্রেজিং কর্মকান্ডকে ক্যাপিটাল ড্রেজিং ও মেইনটেন্যান্স ড্রেজিং হিসেবে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হবে।

৫.১ ক্যাপিটাল ড্রেজিং:

ক্যাপিটাল ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে বহু বছরের জমাকৃত পলি খনন পূর্বক নদী ব্যবস্থাপনা, নদ-নদী পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর ক্ষেত্রে সরকারের অনুসৃত নীতি হবে নিম্নরূপঃ

৫.১.১ কারিগরি, সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশ ও প্রতিবেশগত সমন্বিত সমীক্ষার ভিত্তিতে সম্পূর্ণ নদ-নদী প্রণালী এবং প্লাবনভূমির সাথে সংযোগ স্থাপনকারী খালসমূহ পুনরুজ্জীবনসহ প্লাবনভূমিস্থ বিল-হাওর-জলাশয়ের সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, বন্যা, খরা, জলাবদ্ধতা, নদ-নদী ভরাট, তীরভাঙ্গন রোধ এবং নৌ-চলাচলে সুবিধা সৃষ্টিতে সমস্যা লাঘব ও টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে ক্যাপিটাল ড্রেজিং কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;

মোহাম্মদ তৌফিকুল ইসলাম

৫.১.২ ব্যাপক অনুসন্ধান, গবেষণা, সংলাপ ও সমন্বিত সমীক্ষা ইত্যাদির ভিত্তিতে নদ-নদী ড্রেজিংয়ের সম্ভাব্যতা নিরূপণকরত: সারাদেশের সকল নদী প্রণালী পর্যায়ক্রমিকভাবে ক্যাপিটাল ড্রেজিং কার্যক্রমের আওতায় আনতে হবে;

৫.১.৩ সম্ভাব্যতা সমীক্ষায় ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবস্থাপনার দিক-নির্দেশনা, এতদসংক্রান্ত ব্যয়, পরিকল্পিত ব্যবহার, খনিজ সম্পদ (Mineral Resources), দীর্ঘ মেয়াদি প্রভাব/অভিঘাত ইত্যাদি সম্পর্কে সুস্পষ্ট সুপারিশমালা প্রণয়ন করতে হবে;

৫.১.৪ বেসরকারি ড্রেজিংয়ের ক্ষেত্রে এই নীতিমালার ৭.৮.১ নং নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে;

৫.১.৫ ক্যাপিটাল ড্রেজিংয়ের প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নকালে ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবহারের পাশাপাশি পানির প্রবাহ, চরের গতিবিধি, ডুবো চরের এ্যারিয়াল ভিউ ইত্যাদিসহ হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল স্টাডি/সমীক্ষা বিবেচনায় নদ-নদীর হাইড্রো-মরফোলজিক্যাল পরিবর্তন, পরিবেশ ও প্রতিবেশের ওপর প্রভাবের/ অভিঘাতের বিষয়ে অধিক গুরুত্ব প্রদান করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত কর্ম পরিকল্পনা প্রকল্প প্রস্তাবে সংযোজন করতে হবে।

৫.১.৬ ক্যাপিটাল ড্রেজিং প্রকল্প প্রণয়নকালে নিম্নবর্ণিত তথ্য-উপাত্ত বিবেচনা করতে হবে এবং প্রকল্প প্রস্তাবনার সাথে নিম্নবর্ণিত তথ্য উপাত্ত সংযুক্ত করতে হবেঃ

(ক) ড্রেজিং কাজের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য;

(খ) হাইড্রোগ্রাফিক/ব্যাথিমেট্রিক জরিপের মাধ্যমে নদীর সেকশন, নদীর তলদেশের গঠন প্রকৃতি, ড্রেজিং স্থানের অবস্থান ও বিস্তৃতি, অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী ড্রেজিং কাজের পরিমাণ;

(গ) নদী তীরবর্তী স্থানের স্থাপনা দেখিয়ে দুই তীরের ইনডেক্স ম্যাপ ও ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ফেলার উপযুক্ত স্থান প্রদর্শন করে প্রণীত ম্যাপ ও সাইট প্ল্যান;

(ঘ) ড্রেজিংকৃত স্থানের মাটির ধরণ, গুণগতমান, পানির গুণগতমান, খনিজ সম্পদ (Mineral Resources), পলির ধরণ ইত্যাদি;

(ঙ) ড্রেজিং স্থান হতে ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ফেলার দূরত্ব (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কমপক্ষে ১০০০ মিটার দূরে);

(চ) ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনার সময়কাল/মেয়াদকাল, পরিবেশ ও প্রতিবেশ বিশেষ করে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর আবাসস্থল ও প্রজনন ক্ষেত্রের ওপর ড্রেজিং কাজের সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কিত সমীক্ষালব্ধ তথ্যাদি, পরিবেশ ও প্রতিবেশের ওপর সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাব দূরীকরণের পরিকল্পনা।

(ছ) লঞ্চ, স্টীমার, কার্গো, ইত্যাদি নৌ-যান সারা বছর নির্বিঘ্নে চলাচলের জন্য প্রয়োজনীয় নাব্যতা উন্নয়ন ও সংরক্ষণ।

(জ) কোন নদ/নদীতে সরকার ঘোষিত বালুমহাল থাকলে সেক্ষেত্রে উক্ত নদ/ নদীতে ক্যাপিটাল ড্রেজিং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা'র জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা অনুসরণ করা।

(ঝ) মৃত বা মৃতপ্রায় শুকনো নদ/ নদীতে এস্কাভেটর দ্বারা ড্রেজিং এর ক্ষেত্রে ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল নদ/নদীর পাড় হতে স্তুপিকরণের সর্বনিম্ন দূরত্ব কারিগরি সমীক্ষার মাধ্যমে নির্ধারণ করা।

(ঞ) ড্রেজিং এ সরকারি সংস্থার স্বনির্ভরতা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য স্থানীয়ভাবে ড্রেজার নির্মাণ / সংযোজন, মেরামত করার উদ্যোগ নিতে হবে । সরকার এ খাতে প্রয়োজনীয় প্রণোদনা দেবেন এবং গুণমান বৃদ্ধিকল্পে সহায়ক প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ তৈরি করবেন ।

(চ) ড্রেজিং কার্যক্রমে বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনার কৌশল, উপ-কৌশলসমূহ আবশ্যিকভাবে বিবেচনা করতে হবে । ড্রেজিং ও ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবস্থাপনার বিষয়টি নদী অববাহিকাভিত্তিক পলি ব্যবস্থাপনার সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত । তাই বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনার আলোকে 'বেসিন ওয়াইড সেডিমেন্টেশন ব্যবস্থাপনা নীতিমালা' তৈরি করতে হবে ।

৫.২ মেইনটেন্যান্স ড্রেজিং:

মেইনটেনেন্স ড্রেজিংয়ের ক্ষেত্রে সরকারের অনুসৃত নীতি হবে নিম্নরূপ:

মোঃ মোফিজুল ইসলাম

৫.২.১ ক্যাপিটাল ড্রেজিংকৃত নদ-নদীর নাব্যতা বজায় রাখতে মেইনটেন্যান্স ড্রেজিং করতে হবে। ক্যাপিটাল ড্রেজিং কার্যক্রম গ্রহণকালীন সমীক্ষার ভিত্তিতে মেইনটেন্যান্স ড্রেজিংয়ের পরিকল্পনা, এতদসংক্রান্ত ব্যয়, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের নিয়ামক ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট সুপারিশমালা প্রণয়ন করতে হবে। সংশ্লিষ্ট নদ-নদীর মেইনটেন্যান্স ড্রেজিংয়ের পরিমাণ প্রাক্কলন করতে হবে এবং তদনুযায়ী বিস্তারিত কর্ম পরিকল্পনা প্রকল্প প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

৫.২.২ অভ্যন্তরীণ ফেরী/নৌপথসমূহে নৌচলাচল নির্বিঘ্নে রাখার জন্য নিয়মিত মেইনটেন্যান্স ড্রেজিং করতে হবে;

৫.২.৩ মেইনটেন্যান্স ড্রেজিংয়ের সমুদয় ব্যয় সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের বাৎসরিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ও নিয়মিত পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ (ওএন্ডএম) বাজেটে অন্তর্ভুক্ত রাখতে হবে এবং যথাযথ পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্বাহ করতে হবে;

৫.৩ নিষ্কাশন (ড্রেনেজ) ব্যবস্থাপনা:

৫.৩.১ ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল স্তুপীকরণে ও ব্যবস্থাপনায় প্রাকৃতিক নিষ্কাশন ব্যবস্থাকে বাধাগ্রস্ত করা যাবে না। সকল অবস্থাতেই নিষ্কাশন (ড্রেনেজ) ব্যবস্থাকে সচল রাখতে হবে।

৫.৩.২ সারা দেশের নিষ্কাশন (ড্রেনেজ) ব্যবস্থা সচল রাখার স্বার্থে নির্দিষ্ট সময় পর পর নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর-জলাশয়, হাওর-বাঁওড় এ সমন্বিত পরিকল্পনার আওতায় ও সম্পূর্ণ সিস্টেম বিবেচনা করে ক্যাপিটাল / মেইনটেনেন্স ড্রেজিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। নিষ্কাশন অবকাঠামো পর্যাপ্ত ভেন্ট-সাইজ সম্পন্ন ও সকল অবস্থাতেই পরিবেশ বান্ধব হতে হবে। বাঁধ বা অন্যান্য অবকাঠামো, যা ড্রেনেজ ব্যবস্থাকে বিঘ্নিত করতে পারে সেসকল অবকাঠামো নির্মাণে বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর আলোকে ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে।

৫.৩.৩ সুনির্দিষ্টস্থানে স্তুপীকরণের সময় ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল হতে নিষ্কাশিত পানি ব্যবস্থাপনার জন্য সুনির্দিষ্ট কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। নিষ্কাশিত পানি কোন অবস্থায় প্রাকৃতিক নিষ্কাশন ব্যবস্থা, কৃষি জমি, ঘর-বাড়ি, ফসল, রাস্তা ও অন্যান্য অবকাঠামোকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না এবং স্থায়ী ডোবা/জলাশয় সৃষ্টি করতে পারবে না।

৫.৪ ড্রেজিং নিষিদ্ধকরণ:

৫.৪.১ যত্রতত্র ও যথেচ্ছভাবে ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল উত্তোলন করা যাবে না। নিয়ম অনুযায়ী সমীক্ষার ভিত্তিতে ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হাইড্রোগ্রাফিক/ব্যাথিমেট্রিক সার্ভের মাধ্যমে কারিগরি দিক বিবেচনায় সুনির্দিষ্ট নকশা অনুযায়ী নির্ধারিত স্থানে ড্রেজিং করতে হবে ।

৫.৪.২ নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়, জলাশয়-পুকুর হতে বাল্কহেড বা প্রচলিত বলগেট ড্রেজার, স্যালোমেশিন চালিত লো-লিফট পাম্প বা এধরণের মেশিন চালিত যন্ত্র (যেমন- 'বোমা মেশিন' ইত্যাদি) ব্যবহার করে ড্রেজিং করা যাবে না।

৫.৪.৩ যে সব নদীতে উজান হতে পলি বা বালু প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেছে সে সব নদী হতে বালু উত্তোলন পুরাপুরি বন্ধ করতে হবে এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের বিদ্যমান আইন বলবৎ করতে হবে। তবে উল্লেখ্য, সরকার, জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় বলে বিবেচনা করলে, সরকারি গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা, সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখপূর্বক এই শর্ত শিথিল করতে পারবে;

৫.৪.৪ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন) (সংশোধিত ২০১০) এর অধীন প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে ঘোষিত হলে ড্রেজিং করা যাবে না;

৫.৪.৫ সেতু, কালভার্ট, ড্যাম, ব্যারেজ, বাঁধ, সড়ক, মহাসড়ক, বন, রেললাইন ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ও বেসরকারি স্থাপনা থাকলে ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবেনা; তবে শর্ত থাকে যে, সরকার, জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় বলে বিবেচনা করলে, সরকারি গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা, সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখপূর্বক, উল্লিখিত কোন বিষয়ে উক্ত শর্ত শিথিল করতে পারবে; কোন সেতুর তলদেশে পানি

প্রবাহের বা নৌযান চলাচলের জন্য পর্যাপ্ত গভীরতা না থাকলে প্রয়োজনীয় গভীরতা আনয়নের জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ড্রেজার বা এক্সকাভেটর দ্বারা খনন করা যাবে। সেতু সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা বিভাগ নিজ উদ্যোগে প্রয়োজনীয় ড্রেজিং সম্পন্ন করবে।

৫.৪.৬ ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল উত্তোলন বা বিপণনের উদ্দেশ্যে ড্রেজিংয়ের ফলে কোন নদীর তীর অথবা নদীর তীরবর্তী স্থান ভাঙ্গনের শিকার হতে পারে এইরূপ ক্ষেত্রে ড্রেজিং করা যাবে না;

৫.৪.৭ ড্রেজিংয়ের ফলে কোন স্থানে স্থাপিত কোন গ্যাস-লাইন, বিদুৎ-লাইন, পয়ঃনিষ্কাশন লাইন বা অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ লাইন বা তদসংশ্লিষ্ট স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশঙ্কা থাকলে ড্রেজিং করা যাবে না;

৫.৪.৮ বাপাউবো'র আওতাধীন ও পরিকল্পনাধীন সেচ, পানি নিষ্কাশন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বা নদীভাঙ্গন রোধকল্পে নির্মিত অবকাঠামো সংলগ্ন এলাকা হলে; নদী ভাঙ্গন বা নদীর গতিপথ পরিবর্তন হবার আশঙ্কা থাকলে। নদীর ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশ, মৎস্য, জলজ প্রাণি বা উদ্ভিদ বিনষ্ট হলে বা হবার আশঙ্কা থাকলে ড্রেজিং করা যাবে না;

৫.৪.৯ মাছের আবাসস্থল/বিচরণক্ষেত্র এবং প্রজননকালে মা-মাছের নিরাপদে ডিম ছাড়ার স্থান (প্রজননক্ষেত্র) ধ্বংস/বিনষ্ট হলে বা হবার আশংকা থাকলে/ এর ওপর কোনরূপ নেতিবাচক প্রভাব পড়লে বা পড়ার আশংকা থাকলে ড্রেজিং করা যাবে না।

৬.০ ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল উত্তোলন:

ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল উত্তোলনের ক্ষেত্রে জরিপ সম্পাদনের জন্য সরকারের অনুসৃত নীতি হবে নিম্নরূপ:

৬.১ সমীক্ষা, হাইড্রোগ্রাফিক/ব্যাথিমেট্রিক জরিপ এবং অনুমোদিত নকশার ভিত্তিতে ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল উত্তোলনের নিমিত্ত ড্রেজিংয়ের এলাকা চিহ্নিত করে উক্ত চিহ্নিত স্থানের উত্তোলনযোগ্য ড্রেজড ম্যাটেরিয়ালের পরিমাণ নির্ণয় করে এবং ড্রেজিংলব্ধ ম্যাটেরিয়াল নিক্ষেপণ/স্তুপীকরণের স্থান চিহ্নিত করে তফসিলসহ ম্যাপে উল্লেখ থাকতে হবে।

৬.২ হাইড্রোগ্রাফিক/ব্যাথিমেট্রিক জরিপ ও সমীক্ষার ভিত্তিতে প্রণীত চার্টে নদ-নদীর তলদেশ হতে ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল উত্তোলনের ক্ষেত্রে যথাযথ ঢাল সংরক্ষণ সাপেক্ষে খননযোগ্য ড্রেজড ম্যাটেরিয়ালের গুণাগুণের বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে নদীর তলদেশ সুষম স্তরে খনন করতে হবে।

৬.৩ ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল নদীর প্রবাহে নিক্ষেপ করা যাবে না। শুধুমাত্র নদী হতে ভূমি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল নদীতে ফেলা যেতে পারে; তবে এক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে সমীক্ষা সম্পাদন করতে হবে। সমীক্ষার সুপারিশের আলোকে সুনির্দিষ্টকৃত স্থানে স্ব-স্ব মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রত্যায়িত নকশার আলোকে ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল নির্দিষ্ট স্থানে ফেলতে হবে। নদীর হাইড্রো-মরফোলজি, পানির প্রবাহ বিশ্লেষণ করে ও যথাযথ সমীক্ষা সম্পাদন করে প্রাপ্ত সুপারিশের ভিত্তিতে এ কার্যক্রম করতে হবে। ড্রেজিং কার্যক্রম নদ-নদীর ভাটি হতে শুরু করা বাঞ্ছনীয় হবে। বাস্তবতার নিরিখে জেলা সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক প্রদর্শিত ম্যাপে স্থান নির্ধারণপূর্বক অনুমোদিত স্থানে ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল সাময়িকভাবে স্তুপ করা যেতে পারে।

৬.৪ বালুমহালের ঘোষণার পূর্বে জেলা সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট প্রস্তাব উত্থাপন করতে হবে। জেলা সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটি বিস্তারিত সমীক্ষার সুপারিশের ভিত্তিতে ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত নকশার আলোকে উত্তোলনযোগ্য বালু বা পাথরের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে মূল্য নির্ধারণ করবে ও প্রাপ্ত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করবে। বালু বা পাথর উত্তোলনের ফলে সৃষ্ট অন্যান্য অব্যবহারযোগ্য ম্যাটেরিয়াল সংশ্লিষ্ট যে সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান ড্রেজিং করবে সে সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান নিজ খরচে অপসারণ করতে বাধ্য থাকবে। জেলা সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটি এসকল কার্যক্রম তদারকি করবে।

৬.৫ ড্রেজিং শুরুর পূর্বে যৌথ প্রি-ওয়ার্ক জরিপ (হাইড্রোগ্রাফিক/ব্যাথিমেট্রিক) করে রেকর্ড সংরক্ষণের ভিত্তিতে ড্রেজিং আরম্ভ করতে হবে। ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে পোস্ট-ড্রেজিং নির্ধারিত গভীরতা অর্জিত হয়েছে মর্মে হাইড্রোগ্রাফিক /ব্যাথিমেট্রিক জরিপ করে নির্ধারণ করতে হবে। ড্রেজিং এলাকার প্রতিটি সাউন্ডিং

পয়েন্টকে চুক্তিকৃত সর্বনিম্ন গভীরতা অর্জন করতে হবে এবং তা নিশ্চিত করার জন্য ভরাট এলাকায় প্রকল্প বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রকৌশলী ও কার্যসম্পাদনে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি সমন্বয়ে যৌথ পোস্ট-ওয়ার্ক জরিপ করতে হবে।

৬.৬ ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল উত্তোলন কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকৌশলী জেলা সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটির সহযোগিতায় নিয়মিত তদারকি ও পর্যবেক্ষণ করবে। ড্রেজিং কার্যক্রমের ফলে নদীপথ বা নদীর গতি প্রকৃতির ওপর কী প্রভাব পড়ছে এবং এর ফলে পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত বা জনস্বার্থ ক্ষুন্ন হচ্ছে কিনা তা বিবেচনা করবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কারিগরি বা প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য জেলা সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটি এতদ্‌বিষয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশমালা প্রণয়ন করবে।

৭.০ ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবস্থাপনা:

নদীবক্ষ হতে উত্তোলিত বিপুল পরিমাণ ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল নিক্ষেপণ/স্তুপীকরণের জন্য একদিকে যেমন বিশাল পরিমাণ জমির প্রয়োজন তদ্‌রূপ জনস্বার্থে এর সুপরিকল্পিত বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবস্থাপনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিধায় সরকারের অনুসৃত নীতি হবে নিম্নরূপ:

৭.১ ড্রেজিং কার্যক্রম গ্রহণে প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নকালীন সময়ে ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবস্থাপনার জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা, পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কৌশল এবং বাস্তবায়নের কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করতে হবে। এক্ষেত্রে 'বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০' এর ব-দ্বীপ নির্দিষ্ট অভীষ্ট-৩ এর আওতায় কৌশল ৩.১ অনুযায়ী 'ড্রেজিং মাস্টার প্ল্যান' তৈরি করতে হবে । ড্রেজিং করার পর বন্যার কারণে ড্রেজিং এলাকা আংশিক পুনঃভরাট হবার আশঙ্কা থাকে বিধায় প্রতি বৎসর মেইনটেন্যান্স ড্রেজিং এর ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং এই বিপুল পরিমাণ ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল একটি সুষ্ঠু পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনার আওতায় আনতে হবে।

৭.২ ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবস্থাপনায় নিম্নোক্ত শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে:

৭.২.১ ড্রেজিংয়ের উদ্দেশ্য;

৭.২.২ মাটির ধরণ, গুণগতমান, পানির গুণগতমান, খনিজ সম্পদ (Mineral Resources), পলির ধরণ ইত্যাদি যাচাই;

৭.২.৩ নদীতীর ও প্লাবনভূমির প্রকৃতি (উঁচু ও নীচু জমি, জলাভূমি, প্লাবনভূমির সাথে খালের / ছোট নদীর সাহায্যে ড্রেজিংয়ের জন্য বিবেচ্য নদীর সংযোগ ইত্যাদি) এবং প্লাবনভূমির ও জলাভূমির জীববৈচিত্র্য ও প্রতিবেশ অক্ষুন্ন রাখা;

৭.২.৪ স্থানীয় ও অন্যান্য চাহিদা যেমন- ড্রেজড ম্যাটেরিয়ালের সরকারি কিংবা বেসরকারি চাহিদা আছে কিনা এবং সেখানে বর্ধিষ্ণু জনপদ আছে কিনা;

৭.২.৫ ড্রেজড ম্যাটেরিয়ালের পরিমাণ (প্রতি কি.মি. এ ড্রেজিংকৃত মাটির পরিমাণ), ড্রেজড ম্যাটেরিয়ালের গুণগতমান (শিল্প, পয়: ইত্যাদি বর্জ্য দূষণ আছে কিনা) ইত্যাদি।

৭.৩ পরিবেশ-প্রতিবেশ-প্রকৃতি-জীববৈচিত্র্য ও জলজ সম্পদের ক্ষতি সাধন না করে ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল সাময়িক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে:

৭.৩.১ উত্তোলিত ড্রেজড ম্যাটেরিয়ালের একটি পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনা করতে হবে যাতে এর সংলগ্ন কৃষিজমি, জলাভূমি ও জলাধার ক্ষতিগ্রস্ত না হয়;

মোহাম্মদ তৌফিকুল ইসলাম
উপসচিব

৭.৩.২ নদীসমূহের ক্ষেত্রে ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল সমীক্ষার সুপারিশের ভিত্তিতে প্রাপ্ত অগভীর স্থানে ফেলা যেতে পারে। ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবস্থাপনা এমন হবে যাতে সংযোগ খালসমূহ ভরে গিয়ে নদীর সাথে প্লাবনভূমির সংযোগ বিচ্ছিন্ন না হয়;

৭.৩.৩ ভূমি উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি স্থানে একশ একরের বেশি হলে ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল মজুদের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে।

৭.৩.৪ পুনরুদ্ধারকৃত জমিতে শিল্পপার্কসহ টাউনশীপ/হাউজিং ইত্যাদি তৈরিকল্পে ভূমি পুনরুদ্ধার করার জন্য যে লে আউট প্ল্যান প্রস্তুত করা হবে তাতে যেন Biotic ও Abiotic সহ Ecological Balance এর বিষয়টি সংরক্ষিত হয়।

৭.৪ ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল স্থায়ী স্তুপীকরণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে:

৭.৪.১ "মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন, ২০০০" মেনে চলে জেলা সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল দ্বারা নীচু জমি ভরাট করা যেতে পারে। যে সকল জলাভূমি পরিবেশ ও প্রতিবেশগতভাবে স্পর্শকাতর নয় সে সকল নীচু জমি চিহ্নিত করে ভরাট করা যেতে পারে;

৭.৪.২ ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল সরকারি খাস জমিতে স্থায়ীভাবে স্তুপীকরণের ব্যবস্থা করে তা নানাবিধ কাজে ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। সরকারি জমি না পাওয়া গেলে প্রয়োজনে বেসরকারি জমি ভাড়া করা যেতে পারে;

৭.৪.৩ ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল দ্বারা বিস্তীর্ণ সমতল ভূমিতে উঁচু চাতাল বা প্লাটফর্ম সৃষ্টি করতে হবে যার ফলে ভয়াবহ বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের সময় এসব উঁচু স্থান ফ্লাড প্রুফিং ব্যবস্থা হিসেবে আশ্রয় কেন্দ্র স্বরূপ ব্যবহার করা যাবে। ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল দ্বারা সৃষ্ট ভূমিতে বনায়ন করতে হবে;

৭.৪.৪ পরিবেশগত ও কারিগরি দিক বিবেচনাপূর্বক উপকূল অঞ্চল ও বাংলাদেশের সমুদ্রবক্ষে বিস্তীর্ণ কনটিনেন্টাল শেলফে ভূমি পুনরুদ্ধার করা, বন্যার সাথে অভিযোজনের জন্য বাড়ি উঁচু করা, সাইক্লোন সেল্টার তৈরি ইত্যাদিতে ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করতে হবে;

৭.৪.৫ অত্যধিক প্রশস্ত নদীর ক্ষেত্রে নদীর প্রশস্ততা হ্রাস করে নদীর গতিপথ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে (পরিবেশগত ও কারিগরি দিক বিবেচনা করে) উভয় তীর সংলগ্ন অগভীর নদীবক্ষে ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবহারের মাধ্যমে নদীর দুই তীর বরাবর বিপুল খাস ভূমি পুনরুদ্ধার ও নদীতীর সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭.৪.৬ ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল স্তুপীকরণের কারণে পরিবেশ ও প্রতিবেশ এর পাশাপশি স্থানটি বিভিন্ন পাখির অভয়ারণ্য ও অন্যান্য গবাদি পশুর বা অন্যান্য প্রাণীর চারণভূমির নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে কিনা এবং এর ফলে জীববৈচিত্র্যের অবনতি ঘটে কিনা তা বিবেচনায় নিয়ে স্তুপীকরণ করতে হবে।

৭.৪.৭ ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল স্তুপীকরণের সময় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বৃষ্টিপাত বা অন্য কোন কারণে ড্রেজিংকৃত স্থানে পুনরায় না আসে সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৭.৫ বিষাক্ত/ক্ষতিকর বর্জ্যমিশ্রিত ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল প্রক্রিয়াকরণে নিম্নোক্ত শর্ত প্রযোজ্য হবে:

৭.৫.১ যে সকল নদ-নদীর তলদেশে পয়:, শিল্প ও অন্যান্য বর্জ্য মিশ্রিত মাটি/বালু/পলি ইত্যাদি রয়েছে, এ সকল নদীর জন্য প্রযোজ্য ড্রেজিং পদ্ধতি নির্ধারণ করে পরিবেশগত দিক বিবেচনায় এনে ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক দূষণমুক্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে । এক্ষেত্রে লাগসই ড্রেজার ব্যবহার করতে হবে;

৭.৫.২ পরিবেশ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান অনুসরণ করে এবং প্রযোজ্য কারিগরি দিক বিবেচনায় রেখে বিষাক্ত/ক্ষতিকর বর্জ্যমিশ্রিত ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবস্থাপনা করতে হবে।

৭.৬ ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল স্থানান্তর ও পরিবহনে নিম্নোক্ত শর্তসমূহ প্রতিপালন করতে হবে:

৭.৬.১ ড্রেজড ম্যাটেরিয়ালের ব্যবহার নির্দিষ্ট করে তা স্থানান্তর ও পরিবহনের ব্যবস্থা করতে হবে;

৭.৬.২ ড্রেজিং কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্য রেখে (In Parallel) ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল স্থানান্তর কার্যক্রম শুরু করলে নদী তীরের ভূমিতে দীর্ঘ সময় খননকৃত মাটি স্তুপীকরণের প্রয়োজন হবে না। নিয়মিত অপসারণের মাধ্যমে স্তুপীকরণের স্থান প্রস্তুত রেখে খনন কাজ অব্যাহত রাখতে হবে;

৭.৭ ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার নিশ্চিতকরণে সরকারের অনুসৃত নীতি হবে নিম্নরূপ:

৭.৭.১ ড্রেজড ম্যাটেরিয়ালের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করে এর ব্যবস্থাপনা সহজতর করে আন্তঃসংস্থা সহযোগিতা বিনিময় পদ্ধতি কার্যকর ও ফলপ্রসূ করা;

৭.৭.২ ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল দিয়ে প্রধানত নদী বা খালের উভয়তীরে মাটির বাঁধ তৈরি করতে হবে। নদী বা খালের প্রশস্ততা অনুসারে বাঁধের প্রশস্ততা ডিজাইন করে বাঁধ তৈরি করা হবে। প্রাকৃতিক পদ্ধতি অর্থাৎ টার্ফিং এবং প্ল্যানটেশনের মাধ্যমে প্রাথমিক প্রতিরক্ষা গড়ে তোলা।

৭.৭.৩ জেলা সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর বা সড়ক ও জনপথ বিভাগ'র সড়ক-মহাসড়ক, বাপাউবো'র বেড়িবাঁধ, উপকূলীয় এলাকায় ভূমি পুনরুদ্ধার ও উন্নয়ন, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ'র অর্থনৈতিক অঞ্চল সৃষ্টি, হাওর এলাকায় ভিলেজ প্লাটফর্ম নির্মাণ, কেল্লা নির্মাণ, ব্লক নির্মাণ, আশ্রয়ণ প্রকল্প, শিল্পাঞ্চল, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি বৃহৎ স্থাপনা (বিদ্যুৎ কেন্দ্র) নির্মাণ ইত্যাদির জন্য ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করতে হবে;

৭.৭.৪ "ট্রেড-অফ সিস্টেম" উদ্ভাবন করে ব্যাপকভাবে প্রচার ও আন্তঃসংস্থা যোগাযোগের মাধ্যমে চাহিদা ও সরবরাহের সমন্বয় করে ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

৭.৭.৫ বৃহৎ নদীসমূহের ড্রেজিংয়ের ক্ষেত্রে কারিগরি দিক বিবেচনাপূর্বক সম্ভাবনাময় পুনরুদ্ধারযোগ্য স্থানে উভয় পাড়ে ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল দ্বারা কৃষি জমি উদ্ধার, নগরায়ন, বৃক্ষরোপনের মাধ্যমে সবুজ বেষ্টনী সৃজন, অর্থনৈতিক অঞ্চল, পর্যটন এলাকা, বাঁধ/রাস্তা ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে;

৭.৭.৬ ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করে পরিকল্পিত শিল্প এলাকা গঠন করা যেতে পারে।

৭.৭.৭ প্রত্যন্ত অঞ্চলে, যেমন হাওর, চরাঞ্চল ইত্যাদি, যেখানে জল কিংবা স্থলপথে পরিবহনের কোন সুবিধা নেই, সেখানকার জনগণকে তাদের বসতভিটা উঁচু করার জন্য এই মাটি ব্যবহার করতে দেয়া যাবে;

৭.৭.৮ জেলা সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদনের ভিত্তিতে অনুর্বর খাস জমিতে ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল স্তুপ করে উঁচু ভূমির রূপ দেয়া যেতে পারে। বিনোদন বেড়ানোর জায়গা হওয়া ছাড়াও প্রলয়ংকারী বন্যার সময় আর্ত মানুষের আশ্রয়ের কাজেও এই সব উঁচু স্থান ব্যবহৃত হতে পারে;

৭.৭.৯ উর্বর নীচু জমির ক্ষেত্রে মাটির উর্বর উপরিস্তর অন্যত্র সরিয়ে রেখে অনুর্বর ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল দ্বারা ভরাট করে উক্ত উর্বর উপরিস্তর পুন:স্থাপন করা যেতে পারে।

৭.৮ বেসরকারি ড্রেজিংয়ের ক্ষেত্রে:

৭.৮.১ বেসরকারী ড্রেজিংয়ের ক্ষেত্রে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত নকশা/সার্ভে করা থাকলে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে ড্রেজিং করা যেতে পারে। তবে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় যে স্থানে ড্রেজিং কাজ করবে সেখানে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় চলমান/ সম্ভাব্য ড্রেজিং কাজের ক্ষেত্রে উভয়পক্ষের প্রকৌশলীগণ যৌথভাবে নকশা প্রণয়ন করবেন;

৭.৮.২ ড্রেজার ব্যবহারকারী নিজ উদ্যোগে কী উদ্দেশ্যে, কী পরিমাণ ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল প্রয়োজন এবং কোন কোন স্থান হতে ঐ পরিমাণ ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল পাওয়া যাবে তা নির্ণয় করে জেলা সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট প্রস্তাব দাখিল করবে;

মোহাম্মদ মৌফিকুল ইসলাম

৭.৮.৩ ড্রেজিংয়ের স্থান বিস্তারিত পর্যালোচনা সাপেক্ষে জেলা সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রত্যক্ষ নজরদারীর আওতায় বেসরকারি ড্রেজিং কোম্পানিকে ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল অপসারণের অনুমতি দেয়া যাবে;

৭.৮.৪ বেসরকারি খাতে ভূমি উন্নয়নের প্রয়োজনে দেশের নদীসমূহে চিহ্নিত স্থানে খননের জন্য বেসরকারি ড্রেজার সংগ্রহের আহ্বান জানানোর উদ্যোগ নিতে হবে। ড্রেজিং তথ্যাদি ওয়েবসাইটে প্রদান করতে হবে এবং ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবহারের উৎসাহী বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যেন তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী নিজেরাই তথ্যাদি সংগ্রহ করে ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করতে পারে সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৭.৮.৫ বেসরকারি ড্রেজিংয়ের ক্ষেত্রে ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল বিপণনের আইনি প্রক্রিয়ায় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত রয়্যালটি পরিশোধ সাপেক্ষে ড্রেজিংকাজে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান অগ্রাধিকার পাবে ।

৭.৯ বালুমহাল হতে ড্রেজিংয়ের ক্ষেত্রে:

৭.৯.১ কোন এলাকাকে বালুমহাল ঘোষণার পূর্বে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক 'বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮' এর আলোকে গঠিত "জেলা সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটি"-এর নির্দেশনা গ্রহণ করবেন। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাপাউবো, বিআইডব্লিউটিএ, এবং প্রযোজ্যক্ষেত্রে সেতু কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধির সমন্বয়ে সমীক্ষা করে ড্রেজিং নকশাসহ বালুমহাল এলাকাকে চিহ্নিত করবেন। তদানুযায়ী বালুমহালের ডাক অনুষ্ঠিত হবে।

৭.৯.২ বালুমহাল হতে বালু উত্তোলনের ক্ষেত্রে বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ ও বিধিমালা-২০১১ এর বিধানসমূহ মেনে চলতে হবে।

৭.৯.৩ বালুমহাল হতে উত্তোলিত বালু স্থায়ী স্তুপীকরণ, পরিবহন, অপসারণ, প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে "ড্রেজিং ও ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০২১" এ বর্ণিত বিধানসমূহ মেনে চলতে হবে।

৮.০ বিরোধ নিষ্পত্তিঃ

এ নীতিমালা বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যাবলী অন্য কোন মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলীর সাথে সাংঘর্ষিক হলে বা কোন মতবিরোধ দেখা দিলে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আন্তঃ মন্ত্রণালয়ের সভার মাধ্যমে জরুরী ভিত্তিতে সমাধান করতে হবে।

৯.০ ড্রেজিং ও ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং-এর জন্য স্থানীয় কমিটি:

৯.১ বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর আলোকে এবং এ নীতিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পুনর্গঠিত "জেলা সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটি" স্থানীয় কমিটি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে।

(১)	সংসদ সদস্য (সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকা)	উপদেষ্টা
(২)	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
(৩)	পুলিশ সুপার	সদস্য
(৪)	উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
(৫)	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
(৬)	নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
(৭)	নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	সদস্য
(৮)	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর	সদস্য

(৯)	জেলা পরিষদ এর নির্বাহী প্রকৌশলী	সদস্য
(১০)	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর- এর প্রতিনিধি	সদস্য
(১১)	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের জেলা পর্যায়ের প্রতিনিধি	সদস্য
(১২)	জেলা পরিবেশ কর্মকর্তা	সদস্য
(১৩)	জেলা বন কর্মকর্তা	সদস্য
(১৪)	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়/ বিআইডব্লিউটিএ এর প্রতিনিধি	সদস্য
(১৫)	নৌ পুলিশের প্রতিনিধি	
(১৬)	বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতিনিধি	সদস্য
(১৭)	সরকারি কৌঁসুলি (জিপি/পিপি)	সদস্য
(১৮)	নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য-সচিব

৯.২ কমিটির ন্যূনতম ০৯(নয়) জন সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম গঠিত হবে এবং প্রয়োজনে কোন সদস্যকে কো-অপ্ট করা যাবে।

৯.৩ স্থানীয় কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী নিম্নরূপ হবে:

৯.৩.১ নির্ধারিত স্থান হতে উত্তোলিত ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা প্রদান ও তফসিল অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা প্রদান, ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল উত্তোলন কার্যক্রম তদারকি, পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান, ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল সংরক্ষণের স্থান নির্ধারণ;

৯.৩.২ নদ-নদী ড্রেজিংয়ের ফলে পরিবেশের ওপর সম্ভাব্য প্রভাব পর্যবেক্ষণ, নদীর তীর ভাঙ্গন রোধে গৃহীত ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ প্রদান;

৯.৩.৩ ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল উত্তোলনের ফলে পানির গুণগত মানের পরিবর্তন ও প্রভাব পর্যবেক্ষণ, মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর ওপর সৃষ্ট প্রভাব ও ঝুঁকি পর্যবেক্ষণ এবং তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ প্রদান;

৯.৩.৪ মাছের আবাসস্থল/বিচরণক্ষেত্র/ অভয়াশ্রম/ প্রজননক্ষেত্র ও মা মাছের প্রজনন সময়ে নদ-নদী ড্রেজিং বন্ধ রাখার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ প্রদান;

৯.৩.৫ নদীর গতিপথের পরিবর্তন হচ্ছে কিনা বা সেই কারণে তীরবর্তী জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কিনা এবং নৌ-পথে নৌযান চলাচল সুগম রাখা হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ ও তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ প্রদান, আন্তঃনদী সংযোগ স্থানসমূহ চিহ্নিত করা এবং খননের মাধ্যমে উন্মুক্ত রাখা;

৯.৩.৬ নদ-নদী ড্রেজিং কার্যক্রমের ফলে বাঁধ, স্থাপনা বা অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কিনা বা ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ প্রদান;

৯.৩.৭ প্রযোজ্যক্ষেত্রে স্থানীয় দর অনুসারে ড্রেজিংকৃত বালু ও ড্রেজড ম্যাটেরিয়ালের মূল্য নির্ধারণ, বিক্রি ও বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান;

৯.৩.৮ ড্রেজিংকৃত বালু ও ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল স্থানীয় জনগণের সমষ্টিকৃত চাহিদার আলোকে তথা রাস্তাঘাট, খেলার মাঠ ভরাট ও অন্যান্য সরকারি স্থাপনার কাজে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত প্রদান;

৯.৩.৯ তালিকাভুক্ত সকল বালুমহালসহ নতুন বালুমহাল ইজারা দেয়ার পূর্বে বাপাউবো ও বিআইডব্লিউটিএ সাথে আলোচনাক্রমে জরিপ ও সমীক্ষার ভিত্তিতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত নকশার আলোকে বালুমহাল ঘোষণা;

৯.৩.১০ খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়, পুকুর-জলাশয় খননের উদ্যোগ প্রক্রিয়াকরণ ও ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা;

৯.৩.১১ ড্রেজিংকৃত বালু ও ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যক্তি মালিকানা জমিতে/ব্যক্তিদের প্রদান করতে হলে দরপত্র আহ্বান করে বিক্রি করার অনুমোদন।

মোহাম্মদ তৌফিকুল ইসলাম